

শ্রাদ্ধঅন্ন ভোজন নষিদ্ধ

শ্রাদ্ধঅন্ন ভোজন

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন.....

“বদেদোক্তঃ পরম ধর্মঃ--- সম্প্রীতিভোজ্যানি আপদা ভোজ্যানি বা পুনঃ।। “

অনুবাদ:- "বৈদিক শাস্ত্র ধর্ম অনুশাসন অনুসারে -যে খাওয়াচ্ছে আর যে খাচ্ছে-- এই দুজনরেই যদি মন ধার্মিক ভাবাপন্ন ভাবে প্রসন্ন থাকে, তাহলেই ভোজন করা উচিত, নচেৎ ভোজন করা উচিত নয়।"

কিন্তু যিনি খাওয়াচ্ছেন আর যিনি খাচ্ছেন, তাদের মনে যদি ব্যথা বদেনা থাকে, সেই পরিস্থিতিতে কক্ষনো ভোজন গ্রহণ করা উচিত নয়।"

মহাভারতে, অনুশাসন পর্ব লেখা আছে, মৃত্যুভোজ / শ্রাদ্ধঅন্ন ভোজ কর্মচলিতা কময়ি কায-মনো-বুদ্ধি-জ্ঞান-ধর্ম-বাক্যে বা এককথায়, সর্বদকি দয়ি, প্রট্টত্ব প্রদান করে / শুভশক্তি নিষ্ট করে এবং কায-মনো-বুদ্ধি-জ্ঞান-ধর্ম-বাক্যে বা এককথায়, সর্বদকি দয়ি, অশুভশক্তি বৃদ্ধি করে।

যে পরিবার মৃত্যু নামক বপিদরে সম্মুখীন, সেই প্রবল বপিত্তরি সময় সেই পরিবারের পাশে দাঁড়ান, শারীরিক ও মানসিক ভাবে তাদের সবরকম সাহায্য করুন কিন্তু

11/13/15/30 দিনে শ্রাদ্ধদবিসে শ্রাদ্ধবাড়ি শ্রাদ্ধভোজ প্রতিষ্ঠা করুন।

কারোর মৃত্যু হলে তার সন্তান সন্ততিরী অস্টোজ পালন করার পর আত্মার শান্তি কামনা করার জন্য শ্রাদ্ধ শান্তি করে। তারপর আত্মীয়, স্বজনদের নমিত্রন করে খাওয়া। কিন্তু হিন্দু পুরাণ মতে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানরে খাবার খাওয়া পাপ এবং একে প্রতে-ভোজন বলে। কায-মনো-বাক্যে অথবা সর্বদকি দয়ি, বহিষ্কার করুন বৈদিক শাস্ত্র বিরুদ্ধ এই কুরীতির।

মৃত্যুভোজ / শ্রাদ্ধঅন্ন ভোজ এর কুফল:-----

1. কায-মনো-বুদ্ধি-জ্ঞান-ধর্ম-বাক্যে বা এককথায়, সর্বদকি দয়ি, প্রট্টত্ব প্রদান করে / শুভশক্তি নিষ্ট করে।
2. কায-মনো-বুদ্ধি-জ্ঞান-ধর্ম-বাক্যে বা এককথায়, সর্বদকি দয়ি, অশুভশক্তি বৃদ্ধি করে।
3. ধর্ম-অধর্ম, ন্যায়-অন্যায়, সত্য-অসত্য, বিবেক-অবিবেক, জ্ঞান-অজ্ঞান, কর্তব্য-অকর্তব্য,

কর্ম-অকর্ম ইত্যাদি সমস্ত বিচারবুদ্ধি বিলোপ করে। শারীরিক বহুপ্রকার রোগব্যাধি হয়।

4. বহু বছরে সাধনা-জপ-তপ-ব্রত-পূজা রূপি যে পুণ্য বা ধর্মরূপিকর্মফল সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করে।

5. শাস্ত্র, গুরু , ঈশ্বররে প্রতি অন্তরের স্থিতি শ্রদ্ধাকে ধীরে ধীরে বিক্রিয়ার মতন বহুবধি উপায়, কমিয়ে দেয়. ।
6. তীর্থ দর্শন এর যে পূর্ণ বা ধর্ম তারও ফল কে সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করে ।
- 7 .শ্রাদ্ধ অন্ন যে কোন উপায়, মানুষের পটে প্রবেশ করলে সর্বদা সাধনার রাস্তায়, বহি-
বাধা উপত্যক্তি করে থাকে ।
8. বাস্তবিক জীবনে সঠিক সিদ্ধান্ত নতি পারে না । এই শ্রাদ্ধঅন্ন খলে মানুষ মতভিন্ন
হয়ে অনেক পাপ কাজও করে ।
9. গুরু প্রদত্ত উপদেশে / শাস্ত্র থেকে উপার্জিত জ্ঞান স্মৃতি থেকে ধীরে ধীরে সম্পূর্ণরূপে
বলিপ্ত করে ।
10. মানুষের মনুষ্যত্ব চরিত্রকে কখনো স্থির চরিত্র হতে দেয়, না সর্বদা, চরিত্রহীন পথে
নিয়ে যায়. ।
11. এই শ্রাদ্ধঅন্ন মনের ভক্তি ভাবকে নষ্ট করে দেয়। দীক্ষা নলে শ্রাদ্ধ বাড়তি খাওয়া
সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।

